গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৮ - ১৪ মার্চ ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

ভোটের জন্যই যুদ্ধ-যুদ্ধ জিগির

সাড়ে তিনশো জঙ্গি নিধনের খবরটিকে ভুয়ো বলল আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলি। তারা জানিয়ে দিয়েছে, সেদিন ভারতীয় বিমান হানায় কোনও জঙ্গির নিধন হওয়ার সত্যতা পাওয়া যায়নি। অথচ বিজেপির সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা সরকারের সাফল্য প্রমাণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশজুড়ে তুমুল শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। কেমন সেই শোরগোল?

মাত্র দেড় মিনিট! তার মধ্যেই নাকি পাকিস্তানে ঢুকে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান নিখুঁত লক্ষ্যে বোমা ফেলে জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সাতাশে ফেব্রুয়ারি সকালেই দাবি করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। ব্যস। অমনি দেশজুড়ে বিজেপি-সংঘ পরিবারের ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মীরা এবং সরকারের ধামাধরা এবং ভাড়াটে সংবাদমাধ্যমগুলি এই বিমান হানার 'নিখুঁত' বর্ণনা প্রচার শুরু করে দিল। ১২টি মিরাজ যুদ্ধবিমান পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের বালাকোটে ১০০০ কেজি ওজনের বোমা ফেলেছে। তাতে মারা গিয়েছে ৩৫০ জন জঙ্গি। যাদের মধ্যে জইশ-প্রধান মাসুদ আজহারের শ্যালক মৌলানা ইউসুফ আজহারও রয়েছে। ১৯৯৯ সালে ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে কন্দহরে নিয়ে যাওয়ার পিছনে এই ইউসুফই ছিল মূল মাথা। মোদি সরকার দাবি করে, ভারতে আরও একটি আত্মঘাতী হামলার জন্য বালাকোটের ওই শিবিরে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। বিদেশ সচিব বিজয় গোখলে দাবি করেন, "আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য ছিল যে, বালাকোটের ওই ঘাঁটিতে আরও একটি আত্মঘাতী হামলার জন্য জিহাদিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই হানায় বিরাট সংখ্যক জইশ জঙ্গি, প্রশিক্ষক, সিনিয়র কমান্ডার, জিহাদির মৃত্যু হয়েছে।" বিজেপি নেতারা দাবি করতে থাকেন, এই হামলা পুলওয়ামার বদলা।

দুয়ের পাতায় দেখুন

কোনটা সত্য

সরকারি সূত্র

১। বিমান হানায় ৩৫০ জঙ্গি নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে জইশ-প্রধান মাসুদ আজহারের শ্যালক মৌলানা ইউসুফ আজহার ও বিরাট সংখ্যক জইশ জঙ্গি, প্রশিক্ষক, সিনিয়র কমান্ডার, জিহাদি।

২। বালাকোটে সমস্ত জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম

১। কোনও জঙ্গির মৃত্যু হয়নি। কিছু পাইন গাছ আর একটা কাক মারা গেছে।

২। ২০০৫ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পরে জঙ্গিরা বালাকোটের এই এলাকা থেকে সরে গিয়েছিল। বালাকোট শহরের কয়েক কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি এলাকায় বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

বিজেপি নেতাদের দাবি

১। প্রধানমন্ত্রী নিজের বাসভবনে তিন বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

২। সারা রাত জেগে অপারেশনের উপর নজর রেখেছেন নরেন্দ্র মোদি। অভিযান শেষ হওয়ার পরে সব ক'টি মিরাজ যুদ্ধবিমানের পাইলটের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

৩। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বললেন, বায়ুসেনা হামলায় ২৫০ জঙ্গি মারা গেছে।

অথচ

১। সেনা প্রধানরা জানালেন, জইশ শিবিরের নিশানা গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রমাণ দেওয়াটা সরকারের সিদ্ধান্ত।

২। তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

৩। কেন্দ্রের বিজেপি মন্ত্রী এস এস অহলুওয়ালিয়া বললেন, কোনও প্রাণহানি হয়নি। কারণ জঙ্গি ঘাঁটির সামনে ফাঁকা জায়গায় বোমা ফেলে পাকিস্তানকে শুধু বার্তা দেওয়া হয়েছিল।

চাকরি চাই ঃ দিল্লিতে যুব বিক্ষোভ

২৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লির যন্তরমন্তরে এআইডিওয়াইও-র ডাকে বিশাল যুব সমাবেশ (সংবাদ তিনের পাতায়)

'দেশ সেবা'র পরিণাম — ভয়াবহ বেকারি

লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'দেশে যখন রেকর্ড আর্থিক বৃদ্ধি হচ্ছে, তখন চাকরিও নিশ্চয়ই হচ্ছে।' কিন্তু তথ্য বলছে, ২০১৭ সালে বেকারবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৫২ শতাংশ। ২০১৮ সালে তা হয়েছে ৬.১০ শতাংশ। অর্থাৎ, বেকারবৃদ্ধির হার এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

বছরে ২ কোটি করে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তিনি ডাহা ফেল। পাঁচ বছরে ১০ কোটি চাকরি দূরের কথা বছরে ১ কোটির বেশি চাকরির সুযোগ কমেছে। পাকোড়া ভাজার তত্ত্ব দিয়েও যা ঢাকা যাচ্ছে না। শুধু তিনি নয়, রাজ্যে রাজ্যে যে সব নেতা-মন্ত্রীরা ভোটে জেতার টোপ হিসাবে দেশের তরুণ প্রজন্মকে ধাপ্পা দিতে কোটি কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ডাহা ফেল।

দু-এক মাস বাদেই দেশে সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচন, দিল্লির সিংহাসন দখল করার লড়াই। সকলের চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর চাপ একটু বেশিই। গত পাঁচ বছরের যাবতীয় চূড়ান্ত ব্যর্থতা ভাল করে ধামাচাপা দিয়ে নতুন স্বপ্ন ফেরি করতে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই এখন ব্যস্ত। ক্ষমতায় বসার আগে তিনি ক্যামেরার সামনে 'ছাপ্পান্ন ইঞ্চি' ছাতি ঠুকে বলতেন 'একশো দিনের মধ্যে দেশ বদলে দেব'। প্রায় পাঁচ বছর পর ক্ষমতা থেকে যাওয়ার সময় তিনি বলছেন, 'অনেক কিছুই করা হয়নি।' অর্থাৎ, আরেকবার সুযোগ দিন, এবারে সুদিন আনবোই।

১৯৪৭ সালের মধ্যরাতে যেদিন ভারত স্বাধীন হল, সেদিন জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, ভারতের

তিনের পাতায় দেখুন

দলিত পদসেবা ঃ নতুন ভণ্ডামি

দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং দলিত রমণীদের পা ধুইয়ে দিচ্ছেন। যারা অস্পৃশ্য বলে উচ্চবর্ণের কাছে অপাংক্তেয়, ঘৃণার পাত্র, তাঁদের শুধু স্পর্শ করেছেন তাই নয়, একেবারে পা ধুইয়ে দিয়ে প্রমাণ দিচ্ছেন তিনি কত বড় দলিতপ্রেমী। মিডিয়ার মাধ্যমে কোটি কোটি ভারতবাসী সম্প্রতি এহেন দৃশ্য চাক্ষুষ করেছেন। তার পরেই সাড়ম্বরে প্রচার করে বলা হচ্ছে, গান্ধীর পরে মোদিই পারলো দলিতদের সত্যিই আপনজন হয়ে উঠতে। তিনি অস্পৃশ্যদের সত্যিই আপনজন হয়ে উঠেছেন কি না তা নিয়ে প্রচারের আলোর ঝলকানিকে সরিয়ে রেখে দেখা যাক মোদির নেতৃত্বে বিগত বছরগুলিতে বিজেপি সরকার বাস্তবে সামাজিকভাবে তাঁদের কতটা সম্মান বাড়িয়েছে, কতটা উন্নতি করেছে দলিতদের?

সংবাদে প্রকাশ, সমাজের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর পেশা মানুষের মল বহন করার কাজটি এ দেশে আজও প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ খিদের জ্বালা মেটাতে করতে বাধ্য হন। ২০১৩ সালে এই চরম অমানবিক প্রথার অবলুপ্তি ঘটিয়ে এই অসহায় মানুষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য

তিনের পাতায় দেখুন

রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে
১৫ মার্চ
জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

ভোটের জন্যই যুদ্ধ জিগির

একের পাতার পর

একমাত্র মোদিরই এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে। রাজস্থানের জনসভায় নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করলেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন, দেশ সুরক্ষিত হাতে রয়েছে।" বিজেপি নেতা-কর্মী বাহিনী প্রচার করতে থাকলেন, সারা রাত জেগে অপারেশনের উপর নজর রেখেছেন নরেন্দ্র মোদি। অভিযান শেষ হওয়ার পরে সব ক'টি মিরাজ যুদ্ধবিমানের পাইলটের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি নেতারা বলতে থাকেন, প্রধানমন্ত্রী নিজের বাসভবনে তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করে ফের তাঁদের 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দিয়েছেন। সেখানে সেনাকে বলা হয়েছে, কবে, কখন, কী ভাবে জবাব দেওয়া হবে, তারাই ঠিক করুক। অর্থাৎ এই বিরাট সাফল্যের পিছনে যে ব্যক্তিগত ভাবে প্রধানমন্ত্রীই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, এটাই তাঁরা দেশবাসীর সামনে প্রচার করতে থাকলেন। মজা হল, এই সব তথ্য, খবর, সাফল্যের কথাই কিন্তু উদ্ধৃত করা হল নাম না বলা 'সূত্র' থেকে। কোথাও সরকারি বিবৃতিতে এসব প্রকাশ করা হল না।

মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অরুণ জেটলি তো এই অভিযানকে তুলনা টানলেন মার্কিন সেনার পাকিস্তানে ঢুকে বিন লাদেনের হত্যা করার ঘটনার সাথে। এই 'সাফল্য' প্রচার করতে করতে বিজেপি শিবির থেকে ভাসিয়ে দেওয়া হতে থাকল লোকসভায় বিজেপি কত আসন জিতবে বা জিততে পারে তার সংখ্যাও। কেউ বললেন, আড়াইশো, কেউ তিনশো, কেউ তাতে না থেমে চারশোতে পৌঁছে গেলেন।

সেনা অভিযানের সাফল্যকে প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য, বিজেপির সাফল্য হিসাবে দেখিয়ে ভোটের প্রচারে নেমে পড়ল গোটা বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী ভিডিওর মাধ্যমে এক কোটি কর্মীর সঙ্গে কথা বললেন। অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হল, 'মেরা বুথ, সবসে মজবুত'। অর্থাৎ সেনার কৃতিত্বের প্রচারকে ভোটের প্রচারে পরিণত করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল বিজেপি। এই উদ্দেশ্য একেবারে নগ্ন হল যখন কর্ণাটকে বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা দাবি করলেন, মোদি যেভাবে পাকিস্তানে হামলা করেছেন, তারপর কর্ণাটকে ২৮টির মধ্যে ২২টি আসনই পাবে বিজেপি। সব মিলিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই সব কর্মকাণ্ডের পিছনে যত না ছিল দেশকে সুরক্ষা দেওয়ার তাগিদ, তার চেয়ে বেশি ছিল বসে পড়া জনসমর্থন পুনরুদ্ধার করা। বিজেপি বাহিনীর এই প্রচার-দামামার সামনে পড়ে সংসদীয় বিরোধীদেরও মোদির তারিফ করতে হল। রাফাল কেলেঙ্কারি, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, নজির বিহীন বেকারত্ব, কৃষকদের সমস্যা, সব কিছুকে পিছনে ফেলে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সাহসী' সিদ্ধান্ত। এমনকী পুলওয়ামার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত পর্যন্ত পিছনে চলে গেল।

এই ভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দলের সভাপতি অমিত শাহ এবং বিজেপি নেতা-কর্মীরা যখন ভোটের অঙ্ক গুনছিলেন তখনই কয়েক হাজার টন বোমার মতো তাঁদের মাথার উপর এসে পড়ল নির্মম সত্যটা। কাশ্মীরের পুঞ্চ ও রাজৌরি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে দুই দেশের বিমান বাহিনীর লড়াইয়ে পাকিস্তান একটি মিগ বিমান ধ্বংস করেছে এবং তার চালককে গ্রেফতার করেছে। অন্য দিকে ক্রমাগত খবর আসতে থাকল যে, আগের দিন ভারতীয় সেনাদের বোমাবর্ষণে ৩৫০ জঙ্গির মৃত্যুর যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তা সত্য নয়— নেহাতই গল্প। বাস্তবে কোনও জঙ্গি ঘাঁটিও ধ্বংস হয়নি। দেশের বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমে সেনা অভিযানের সাফল্যের প্রচারে কান পাতা দায় হলেও বিদেশের খ্যাতনামা কাগজগুলিতে এই সাফল্যের অবাস্তবতার কথা প্রকাশ পেতে থাকল। নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখল, ২০০৫ সালে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পরই জঙ্গিরা ওই এলাকা থেকে শিবির সরিয়ে নেয়। ওয়াশিংটন পোস্ট জানাল, বালাকোট শহরের কয়েক কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি এলাকায় বোমা ফেলা হয়েছে। দ্য গার্ডিয়ান লিখল, ফাইটার জেটের হানায় আদৌ কোনও ফল হয়েছে, নাকি পুলওয়ামার পর আমজনতার মধ্যে তৈরি হওয়া ক্ষোভ প্রশমনের উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ, তা স্পষ্ট নয়। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কয়েকটা পাইন গাছ আর একটা কাক ছাড়া আর কিছুই মারা যায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে কোথাও এই আন্তর্জাতিক সংবাদের প্রতিবাদ করা হয়নি। বা বলা হয়নি, সঠিক সংবাদটি ঠিক কী। ঘটনার একদিন পর সেনাবাহিনীর সাংবাদিক বৈঠকে ৩৫০ জঙ্গি হত্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে সেনা অফিসাররা জানালেন, নিহত জঙ্গির সংখ্যা বলাটা এখনও 'প্রিম্যাচিওর'। কিন্তু আমরা জইশ শিবিরের নিশানা যে গুঁড়িয়ে দিয়েছি, তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। কিন্তু কোথায় সেই প্রমাণ? কেন তা দেশবাসীর সামনে আনা হচ্ছে না? কেন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর উদ্ধৃত করে সরকারের কাছে সেনা অভিযান সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ দাবি করলেই তাকে 'পাকিস্তানের সুরে কথা' বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে? সেনা জানায়, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত। প্রধানমন্ত্রী যদি সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন তবে সাফল্যের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনার স্বাধীনতাটুকু তাঁদের দেখা যাচ্ছে না কেন?

এই অবস্থায় মুখরক্ষার জন্য বিজেপি সরকার যখন উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে মুক্ত করে আনতে পুনরায় সেনা অভিযানের কথা ভাবছে তখন আবার একটি আঘাত এল পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে। তিনি নাকি শান্তির সপক্ষে তাঁদের আগ্রহের প্রমাণ হিসাবে তাঁকে নিশর্তে মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে বলেছেন, অনেক দেশ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ কোনও সমাধান নয়।

সব মিলিয়ে গোটা বিশ্বের সামনে ভারতকে হাস্যকর জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হল। ভারতের বেশিরভাগ সংবাদ মাধ্যম যেভাবে দেশপ্রেমের জিগির তুলে সংবাদকে বিকৃত করে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করেছে তাতে বিশ্বের বহু দেশের টিভি চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যমে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আর এই ফাঁপানো খবরই দেশের মানুষকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রী-কর্মীরা। সেনাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তাঁরা ভোটে জেতার বাজি করলেন সেই মৃত্যুকে। বাস্তবে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা দেশের মানুষের সাথে প্রতারণা করেছেন। মানুষের দেশপ্রেম নিয়ে ভোট রাজনীতি করতে নেমেছেন। এ সবই তাঁরা করেছেন তাঁদের গত পাঁচ বছরের শাসনের সর্বাত্মক ব্যর্থতাকে ঢাকতে। মানুষকে বলার মতো সত্যিই কিছু তাঁদের ঝুলিতে নেই। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ দেখতে গিয়ে জনস্বার্থ রক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সরকার ব্যর্থ প্রমাণ হয়েছে। বেকারদের জন্য কোনও কর্মসংস্থান এই সরকার করতে পারেনি। নতুন শিল্প, কল-কারখানা খুলতে পারেনি। একই রকম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে কৃষকদের মূল সমস্যা— ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করতে। প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাতেও এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থায় দেশপ্রেমের জিগির তুলে ভোটে জিততে সেনা মৃত্যুকে, সেনা অভিযানকে কাজে লাগাতে চাইছেন বিজেপি নেতারা। সে জিগির তুলতে বিজেপি নেতারা এতদূর পৌঁছেছেন যে, গুজরাটে মোদিকে স্বাগত জানাতে যে পোস্টার দেওয়া হয়েছে, তাতে বন্দুক হাতে মোদির ছবির পাশে লেখা, 'রক্ততিলক পরে গুলির আরতি করব'। স্বাভাবিক ভাবে দেশের সাধারণ মানুষ যখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধানের পক্ষে মত প্রকাশ করছেন তখন বিজেপি নেতারা এই ভাবে যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করে চলেছে। আজ দেশের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মানুষকে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

জীবনাবসান

কলকাতার কেষ্টপুর এলাকার এস ইউ সি আই (সি)-র সমর্থক কমরেড তপন বিশ্বাস প্রায় দু'বছর আগে ব্রেন স্ট্রোকে পঙ্গু হয়ে যান। ১২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। যৌবনের শুরুতে দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। ১৯৭৫-'৭৬ সালে শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের কর্মসূচিতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

কমরেড তপন বিশ্বাস এলাকার যুবকদের সংগঠিত করে নানা সময় দলের উপর কংগ্রেস, সিপিএমের আক্রমণের মোকাবিলা করেন। এলাকায় 'স্বাগতম সংঘ' নামে ক্লাব গড়ে তোলার কাজে প্রথম থেকেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এই সংগঠনের নানা কাজে তাঁর নেতৃত্বকারী ভূমিকা ছিল। ১৭ ফেব্রুয়ারি ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অসুস্থ হওয়ায় পার্টির কাজ করতে না পারায় তাঁর মনে গভীর ব্যথা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ সমর্থককে হারাল।

কমরেড তপন বিশ্বাস লাল সেলাম

বালাকোটে জঙ্গিমৃত্যুর উল্লেখ নেই—আন্তর্জাতিক মিডিয়া

নয়াদিল্লি ঃ পাকিস্তানের বালাকোটে ভারতের বিমান হানায় আদৌ কোনও জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে? এ নিয়ে দাবি, পাল্টা দাবি চলছে এখনও। 'সোর্স'কে উদ্ধৃত করে অনেক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দুশো থেকে তিনশো মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে। তবে কোনও মৃত্যুর কথা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে না। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। গত দু'দিনে ইউরোপ, আমেরিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার প্রথম সারির সংবাদপত্রের সব প্রতিবেদনেই মৃত্যুর কথা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

নিউ ইয়র্ক টাইমস ঃ সামরিক পর্যবেক্ষক এবং দু'জন পশ্চিমী নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমান হামলায় তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তাঁরা জানিয়েছেন, খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের ওই এলাকা থেকে অনেক আগেই জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির সরে গিয়েছিল। বালাকোট এবং আশপাশের অঞ্চলে আগে জঙ্গিদের শিবির ছিল। কিন্তু ২০০৫ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পরে অনেক বিদেশি সংস্থা সেখানে ত্রাণ নিয়ে যাতায়াত শুরু করেছিল। চিহ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় সেসময় জঙ্গিরা বালাকোটের এই এলাকা থেকে সরে গিয়েছিল।

ওয়াশিংটন পোস্ট ঃ এলাকার মানুষ এবং স্থানীয় থানার পুলিশকর্মীরা আত্মপরিচয় গোপন রেখে জানিয়েছেন, বালাকোট শহরের কয়েক কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি এলাকায় বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বড় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

লন্ডন টেলিগ্রাফ ঃ স্থানীয় গ্রামবাসীরা রয়টার্সের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, মঙ্গল বার ভোরে তাঁরা চারটি বড় বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছেন। কিন্তু বোমার 'শার্পনেলে' মাত্র একজন আহত হয়েছেন। ২৫ বছরের স্থানীয় যুবক মহম্মদ আজমল ঘটনাস্থল ঘুরে এসে বলেছেন, 'কিছু গাছ ভেঙে পড়েছে, একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর বোমা পড়ার চারটি জায়গায় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে দেখেছি।'

দ্য গার্ডিয়ান ঃ ভারত জুড়ে উৎসব চলছে। কিন্তু ফাইটার জেটের হানায় আদৌ গুরুত্বপূর্ণ কোনও ফল হয়েছে, না কি ১৪ ফেব্রুয়ারির আত্মঘাতী হামলার (পুলওয়ামায়) পর জনতার মধ্যে তৈরি হওয়া ক্রোধ প্রশমনের উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ, তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে রয়টার্স এবং পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গভীর রাতে চার-পাঁচটি বিস্ফোরণ হয়। তাতে কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি মাটিতে গর্ত হয়ে গিয়েছে।

লন্ডনের সামরিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'জেন ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ' ঃ গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য জানাচ্ছে, ওই এলাকা থেকে জঙ্গি শিবির সরানো হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক প্রতীকী তাৎপর্য ছাড়া ঘটনাটিতে (বিমান হানা) আর কিছুই নেই। আসলে ভোটের আগে নরেন্দ্র মোদিকে ভারতের তরফে কিছু অ্যাকশন দেখাতে হত।

(এই সময়-০১.০৩.'১৯)

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

২। *প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক*

৩। *মুদ্রকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৪। *প্রকাশকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৫। *সম্পাদকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৬। *স্বত্বাধিকারী ঃ সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

আমি, মানিক মুখার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

মানিক মুখার্জী

১.৩.২০১৯ *প্রকাশকের স্বাক্ষর*

কোথায় বছরে ২ কোটি চাকরি!
কাজের দাবিতে দিল্লিতে যুব বিক্ষোভ

২৭ ফেব্রুয়ারি, রাজধানী দিল্লির বুকে আছড়ে পড়ল বিশাল যুব বিক্ষোভ। যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র ডাকে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্য থেকে হাজার হাজার যুবক মিছিলে সামিল হলেন মান্ডি হাউস থেকে যন্তরমন্তর পর্যন্ত।

যন্তরমন্তরে পুলিশ মিছিল আটকালে সেখানেই শুরু হয় সভা। বিক্ষোভের প্রস্তুতিতে দেশ জুড়ে ডি ওয়াই ও কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরিত চিঠিতে লক্ষ লক্ষ যুবকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরিত এই চিঠিতে দাবি তোলা হয়েছে সমস্ত সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে, কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, চুক্তি-ভিত্তিক নয়— স্থায়ী কাজ চাই, কাজ না পাওয়া পর্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বেকারভাতা দিতে হবে। রাজ্যগুলির রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে এই দাবিপত্র প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে।

বিক্ষোভ সমাবেশে চলচ্চিত্র অভিনেতা ও সমাজকর্মী প্রকাশ রাজ বলেন, নোট বাতিলের ফলে কয়েক লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে। মূল সমস্যা থেকে যুবকদের চোখ ঘোরাতে বিজেপি সরকার গো-রক্ষার নামে নরহত্যা করছে। জাত-পাত-সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভাজন করতে চাইছে। তিনি বলেন, মোদিজি দলিতদের পা ধোয়ানোর নাটক করেন, তাদের চোখের জল মোছাতে পারেন না।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক অপূর্বানন্দ বলেন, সরকার যুদ্ধ উত্তেজনায় যুবকদের ফাঁসিয়ে দিতে চাইছে। কারণ এই ভয়াবহ বেকারত্বের কোনও উত্তর তাদের কাছে নেই। তিনি ডি ওয়াই ও-র লড়াইকে মানবতা রক্ষার লড়াই বলে অভিহিত করেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক বলেন, বছরে ২ কোটি চাকরির বদলে ৪০ কোটি বেকার বাহিনী তৈরি করেছে মোদি সরকার। ২০২১-এর মধ্যে দেশের জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ লোক বেকার হয়ে যাবে। সরকার যতই বাগাড়ম্বর করুক, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবা করলে চাকরির সুযোগ তৈরি কোনও মতেই সম্ভব নয়। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড জানাপ্পা আলদালি বলেন, সরকার ১০০ দিনের প্রকল্পে বরাদ্দ ছাঁটাই করছে, কৃষি অলাভজনক হয়ে পড়ছে, ফলে গ্রামীণ বেকারত্বও ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। তিনি এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল হতে যুবকদের আহ্বান জানান। এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং এবং সংগঠনের সহ সভাপতি জুবের রব্বানিও বক্তব্য রাখেন।

ভয়াবহ বেকারি

একের পাতার পর

সেবা মানে ভারতের অসংখ্য দরিদ্র-বঞ্চিত-রোগজর্জরিত মানুষের সেবা। ...আমরা এমন দেশ বানাবো যেখানে সকলে সুখে থাকতে পারবে।

১৯৬৮ সালে অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন মোরারজি দেশাই বলেছিলেন, প্লাস্টিক সার্জারিতে যেমন দেহের এক অংশের চামড়া কেটে আরেক অংশে লাগানো হয়, তেমনই সমাজের সম্মৃদ্ধ অংশের থেকে নিয়ে অনুন্নত অংশে দিতে হবে।

১৯৭১ সালে ভোটে বাজিমাত করতে ইন্দিরা গান্ধী ধুয়ো তুলেছিলেন, গরিবি হঠাও দেশ বাঁচাও।

১৯৯১ সালে মনমোহন সিংহ বাজেট বক্তৃতায় বললেন, 'আমিও গরিব ঘরের সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি ও সাহায্য পেয়ে কোনও রকমে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশুনা করেছি। সেই ঋণ এবার কিছুটা শোধ করবো দেশসেবা করে।

২০০৪ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ি বলেছিলেন, তিনি 'ভারত উদয়' ঘটাবেন। সে জন্য শুধু বিজ্ঞাপনেই খরচ করেছিলেন কুড়ি মিলিয়ন মার্কিন ডলার, দেশের সাধারণ মানুষের দেওয়া ট্যাক্সের টাকা।

সাত দশকের বেশি সময় ধরে এই এত দেশসেবার পরিণাম আজ দাঁড়িয়েছে কোটি কোটি বেকারবৃদ্ধি, চাষির আত্মহত্যা, শ্রমিক ছাঁটাই, অনাহারে মৃত্যু ইত্যাদি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও সেইরকম আরেক 'দেশসেবক'। তিনিও বলছেন, 'দেশ এগোচ্ছে'। আর মোসায়েবরাও সেই ধুয়ো তুলছে। কিন্তু মানুষ জানতে চাইছে, চাকরি যদি হয়ে থাকে তো তারা কারা? সেটা জানালেই তো প্রমাণ হয়ে যায়, কোথায় কী চাকরি হয়েছে। কিন্তু তা না করে প্রধানমন্ত্রী কেবল ভাববাচ্যে কথা বলছেন কেন?

দলিত পদসেবা ঃ নতুন ভণ্ডামি

একের পাতার পর

বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সরকার আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। ২০১২-১৩ সালের বাজেটে এই খাতে ৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও 'দলিতপ্রেমী' মোদি সরকার এই মানুষদের জন্য সেই বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে একটি পয়সাও ব্যয় করেনি। এইভাবেই মোদি সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করেছে কোনও পয়সা খরচ না করেই। পরিহাসের বিষয়, এই সরকারই স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করে জনগণের উপর 'স্বচ্ছ ভারত সেস' চাপিয়েছে, আর মোদির ছবি সহ স্বচ্ছ ভারতের বিজ্ঞাপনে ব্যয় করেছে ৫৩০ কোটি টাকা। মলবাহকরা সকলেই অনগ্রসর শ্রেণির এবং এদের প্রায় ৯৪ শতাংশ মহিলা। মোদির দলিত মহিলার পা ধুইয়ে দেওয়ার খবর শুনে সাফাইকর্মী আন্দোলনের এক নেতার মন্তব্য, "শুধু ২০১৮-য় নর্দমা ও সেপটিক ট্যাঙ্ক সাফ করতে গিয়ে ১০৫ জনের মৃত্যু হয়ছে। উনি চুপ করে ছিলেন। এখন পা ধুইয়ে দিচ্ছেন।"

শুধু তাই নয়, বিগত কয়েক বছরে এ দেশে একের পর এক বর্ণ বৈষম্য এবং জাত-পাত কে কেন্দ্র করে হত্যার ঘটনা ঘটে গেছে। রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা কি আমরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাব? গো-রক্ষার নামে শুধু মুসলিমদের নয়, গুজরাটে মোদির সাঙ্গোপাঙ্গ রা দলিত মানুষদের হত্যা করেছিল। ২০১৫ সালের মে মাসে রাজস্থানের নাগাউর জেলায় আরএসএস-এর মদতে উচ্চবর্ণের হাতে দলিত হত্যা, উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে দাঙ্গা (২০১৬, ২০১৮ তে) অথবা গত বছরে যোধপুরে বা তামিলনাড়ুতে হরিজন হত্যার ঘটনা, ভীমা কোরেগাঁও-এর ঘটনা সহ সমস্ত দলিত নির্যাতনের ঘটনাতেই বিজেপি এবং আরএসএস অভিযুক্ত।

এবার তথ্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ন্যাশনাল ক্রাইম রিসার্চ ব্যুরোর সরকারি তথ্য কী বলছে? মোদির এই দলিত প্রেমের মুখোশ খুলে দিয়েছে এনসিআরবি-র তথ্য। দেখা যাচ্ছে, বিগত বছরগুলিতে নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর অত্যাচার ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে দলিতদের ওপর অপরাধের সংখ্যা ৩৮৬৭০টি। আর ২০১৬ সালে এ ধরনের অপরাধ ঘটেছে আরও বেশি ৪০৮০১টি। সবচেয়ে বেশি অত্যাচার ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে (২৬ শতাংশ)। তারপর যথাক্রমে বিহার (১৪ শতাংশ) এবং রাজস্থান (১২.৬ শতাংশ) এর স্থান।

এই যেখানে দেশের অবস্থা, সেখানে হঠাৎ করে মোদির এই দলিত-পদসেবার ভেক ধরার কারণ কী? আসলে ভোট বড় বালাই। মোদি যতই হিন্দুত্বের জিগির তুলুন না কেন, গোটা দেশের দলিত অনগ্রসর জনজাতির মানুষের জন্য না করেছেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, না দিয়েছেন সামাজিক সুরক্ষা। উল্টে বিজেপি-আরএসএস উগ্র বর্ণহিন্দুদের ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করতে মুসলিম বিদ্বেষ এর সাথে সাথে দলিত বিদ্বেষকেও মদত দিয়েছেন। আর এখন লোকসভা নির্বাচনের মুখে এসে দলিত প্রেমী সেজে তাদের মন পাওয়ার চেষ্টা করছেন ভোট বৈতরণী পার হওয়ার আশায়।

প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে সরাতে আমেরিকা এত ব্যগ্র কেন?

যে ভাবে মিথ্যা অজুহাত তুলে দেশে দেশে হানাদারি চালিয়ে আসছে আমেরিকা, সেই একই কায়দায় ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধেও আগ্রাসনের ষড়যন্ত্র করছে তারা। দেশের মধ্যে সরকার বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিয়ে, কলম্বিয়ার ড্রাগ মাফিয়াদের নামিয়ে এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত সরকাকে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আমেরিকা। যদিও ভেনেজুয়েলার বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও গণতন্ত্র বিপন্নতার যে অভিযোগ আমেরিকা তুলছে তার জন্য মূলত দায়ী তারাই।

আমেরিকার বাণিজ্যিক ও আর্থিক অবরোধের জন্যই ভেনেজুয়েলার জনগণ এই অবর্ণনীয় দুর্দশার মুখে। অথচ ভেনেজুয়েলার শান্তি ও গণতন্ত্র ফেরানোর জন্য উদ্বেগ যেন তাদেরই! কিন্তু তাদের এই চিন্তার আসল কারণ কী? প্রথমত, ভেনেজুয়েলার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, যা প্রধানত তেল। তার থেকেই দেশের প্রধান আয় হয় এবং বিশ্বে তেল সম্পদে চতুর্থ স্থানে ভেনেজুয়েলা। এ ছাড়াও আছে সোনা, হীরে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, যার উপর দখলদারি কায়েম করার জন্য উদগ্রীব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

দ্বিতীয়ত, নিকোলাস মাদুরোর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজের গৃহীত 'বলিভার মডেল'। যে পথে স্যাভেজ নয়া উদারনীতিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ান। স্যাভেজ গৃহীত জনকল্যাণমূলক আর্থিক নীতির লক্ষ্য ছিল, দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সমস্ত দরিদ্র মানুষকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবা প্রদান, ধনীদের উপর আয়কর চাপানো, দেশ থেকে অশিক্ষা-বেকারি দূর করতে ব্যবস্থা গ্রহণ, তেল কোম্পানিগুলির রাষ্ট্রীয়করণ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন জনকল্যাণকামী নীতি গ্রহণ করা, যা আমেরিকার স্বার্থে আঘাত করেছে।

তৃতীয়ত, স্যাভেজের এই পদক্ষেপগুলি শুধু দেশের মধ্যে নয়, আশপাশের অন্যান্য দেশেও প্রভাব ফেলছিল, সমগ্র লাতিন আমেরিকার মানুষকে আকৃষ্ট করছিল। বিভিন্ন বামপন্থী শক্তি দ্বারা পরিচালিত প্রগতিশীল সরকারগুলি পরস্পর সহযোগী হয়ে উঠছিল, যারা আগে অনেক ব্যাপারে অনেক বেশি আমেরিকা নির্ভর ছিল তারা সেই নির্ভরতা কমাতে থাকে। স্যাভেজের সময়ে লাতিন আমেরিকায় নির্বাচনী রাজনীতিতেও দেখা যায় নতুন বৈশিষ্ট্য। ল্যাটিন আমেরিকায় দক্ষিণপন্থীরা অভিযোগ তোলে বামপন্থী মাত্রেই স্যাভেজের সহযোগী। লাতিন আমেরিকার দু'টি দেশ মেক্সিকো ও ব্রাজিলের নির্বাচনেও গত বছর এই কথা উঠেছে।

দেশের সম্পদের ব্যবহার ও বণ্টনের এই নীতি এবং বলিভার মডেল শুধু ভেনেজুয়েলা নয় সমগ্র লাতিন আমেরিকায় যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করছিল, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল। হুগো স্যাভেজের মৃত্যুর পর মার্কিন শাসকরা ভেবেছিল ভেনেজুয়েলাকে এবার কব্জা করা যাবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো সমস্ত রকম প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। দেশের ভিতরে ও বাইরে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট এবং সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যান। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে চালিয়ে যেতে থাকেন। দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান যতদূর সম্ভব বিনামূল্যে প্রদান করার নীতি গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার সরকার তেইশ লক্ষের বেশি মানুষকে ঘর তৈরি করে দিয়েছে। আরও সাত লক্ষ বাড়ি তৈরি রয়েছে যা এ বছরই বন্টন করা হবে।

এ সমস্ত কারণেই ভেনেজুয়েলা সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র বিশ্বে সুপার পাওয়ার হিসাবে ইতিপূর্বে আমেরিকা বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করেছে। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য আক্রমণ চালিয়েছে। ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, চিলি, ইয়েমেনের পর এখন ভেনেজুয়েলা। গণতন্ত্রের মুখোশ পরে আসলে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে আমেরিকা, চূড়ান্ত স্বৈরচারী, বিশ্বমানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু আমেরিকার এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভেনেজুয়েলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ও তার সেনাবাহিনী মাদুরো সরকারের সাথে আছে। কোনও দেশের সরকার কে চালাবে, তা ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব আমেরিকাকে কেউ দেয়নি। ভারতের জনগণ বরাবরই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্য বহন করেছে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেই আজ ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানো দরকার।

কমরেড লুকোস ছিলেন কমরেডদের হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করা নেতা

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য, কেরালার পূর্বতন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস ১৩ ফেব্রুয়ারি তিরুবনন্তপুরমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে ২৫ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার শরৎসদনে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি ভেনুগোপাল। মূল বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, যা এখানে প্রকাশ করা হল।

এ কথা আপনারা জানেন, আমরা স্মরণসভায় প্রয়াত নেতা ও কর্মীর জীবন সংগ্রামকে স্মরণ করি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে, তা হল, আমরা যারা জীবিত, তারা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে প্রয়াত বিপ্লবীর জীবনসংগ্রাম থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এও আপনারা জানেন আমাদের পার্টি নিছক একটা পার্টি নয়। আমাদের পার্টি একটি নতুন ধরনের পরিবার। যখন পুঁজিবাদী সমাজের অবক্ষয়, চতুর্দিকে পচাগলা পরিবেশ ও মূল্যবোধের সঙ্কটে সামাজিক-পারিবারিক জীবন ভাঙছে, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে উন্নত কমিউনিস্ট নৈতিকতার আধারে একটি নতুন পরিবার গড়ে তোলার সংগ্রামে আমরা লিপ্ত আছি। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিছক কাজ দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নয়, এক মহান বৈপ্লবিক আদর্শ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে এই সম্পর্ক গভীর হৃদয়বৃত্তিজাত স্নেহ-মমতার সম্পর্ক। ফলে এই পরিবারের কোনও সদস্যকে যখন আমরা হারাই, অগ্রণী সদস্যকে যখন আমরা হারাই সেটা সকলের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পলিটবুরোর সদস্য প্রয়াত কমরেড লুকোসকে আপনারা নামে জানেন, দূর থেকে মিটিংয়েও দেখেছেন। কিন্তু তাঁর সংগ্রাম, তাঁর ভূমিকা —এ সম্পর্কে কেরালার বাইরের কমরেডরা বিশেষ অবহিত নন। এটা আমাদের ব্যর্থতা। ইতিপূর্বে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা এক একটা সীমাবদ্ধ জায়গায় পরিচিত ছিলেন, গোটা দেশে তাঁদের ভূমিকার দ্বারা কমরেডদের সাথে তাঁদের পরিচয় ঘটেনি। এবারের পার্টি কংগ্রেসের পর এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, যাতে গোটা দেশেই কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা কমরেডদের জানেন, কমরেডরাও তাঁদের চেনেন-জানেন। সেইজন্য আমি প্রথমেই এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা বলতে চাই।

এখান থেকে বহুদূরে আরব সাগরের তীরে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড লুকোসের মতো এমন একটি চরিত্র গড়ে উঠল কী করে, সে কথাই আপনাদের বলতে চাই। ওখানে কাজের সূচনা হয় '৬৮-৬৯' সালে। পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন ডিএসও কর্মী পার্টির সমর্থক কুইলন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে যান। তাঁকে বলা হয় কিছু বইপত্র নিয়ে যেতে, যাতে সেখানে কিছু প্রচার করতে পারেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কিছু ছাত্র আকৃষ্ট হয়। তাঁদের মধ্যে কমরেড লুকোস ছিলেন অন্যতম। সেইসময় কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে কেরালায় পাঠানো হয়েছিল। তিনিও সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেইসময় এই ছাত্রদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য যিনি ছিলেন, তাঁকেও আমরা অকালে হারাই। তিনি হচ্ছেন কমরেড নটরাজন,

মাল্যদান করছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

যাঁর আঁকা কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি ছবি এখনও কলকাতা অফিসে আছে। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কমরেড লুকোস। এঁরা কয়েকজন প্রথম কাজ শুরু করেন। কমরেড নটরাজনের আকস্মিক মৃত্যুতে কমরেড লুকোস প্রবল বিচলিত হন। কিন্তু শোক ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে তিনি পার্টির অধিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। এখানে আপনাদের আরেকটা দিক বলা দরকার। কেরালায় যখন পার্টির কাজ শুরু হয়, তখন সারা দেশে আমাদের পার্টির পরিচিতি আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল। দক্ষিণ ভারতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নাম, কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম পৌঁছায়নি। পশ্চিমবাংলার মতোই কেরালায় অবিভক্ত সিপিআই খুব শক্তিশালী পার্টি ছিল। তাদের প্রথম যুগের নেতারা লড়াকু ছিলেন, সৎ ছিলেন। কেরালায় সিপিআই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। নেতারা অত্যন্ত পপুলার ছিলেন। কেরালায় সিপিআই প্রথম সরকার গঠন করে ১৯৫৭ সালে। এইরকম ছিল তাদের শক্তি ও ভূমিকা। এর বিরাট অংশ নিয়েই ১৯৬৪ সালে সিপিএম গঠিত হয়। সেইসময় তাঁদের নেতারাও সংগ্রামী ছিলেন। ওই সময়ে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন তাঁদের পক্ষে ছিল। যে সমস্যা বা বাধা সূচনাপর্বে আমরা পশ্চিমবঙ্গে মোকাবিলা করেছিলাম, '৪৮-'৫২ সালে, কেরালাতেও পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে প্রতি ইঞ্চিতে একই সমস্যা ছিল। এরাই তো কমিউনিস্ট, এরাই তো আছে, এরাই তো লড়ছে, ওদের রাশিয়া-চীন সমর্থন করছে, তাহলে আপনারা কমিউনিস্ট বলে দাবি করছেন কেন —এই প্রশ্নগুলি আমাদের কর্মীদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আপনাদের জানা দরকার, পার্টি ওখানে কীভাবে গড়ে উঠেছে। সেই অবস্থায় গুটিকয়েক কমরেড উদ্যোগ নেন। তার মধ্যে কয়েকজন কঠিন সংগ্রামে এগোতে না পেরে পিছিয়ে যান। এরপরে কেরালা পার্টি আরও সঙ্কটে পড়ে যখন তৎকালীন সম্পাদকের বিচ্যুতি ঘটে। কমরেড ভেনুগোপালরা তখন ছাত্র। এইসময়ে কমরেড লুকোস এগিয়ে আসেন এবং পার্টিকে রক্ষা করার জন্য হাল ধরেন। এরপর আর তিনি পিছনে ফিরে তাকাননি। একথা আমি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই।

আরেকটা কথা বলতে চাই। আমরা এখানে মঞ্চে যাঁরা আছি, কমবেশি আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্য পেয়েছি। অনেকেই তাঁকে দেখেছেন, পেয়েছেন। কমরেড লুকোস কমরেড শিবদাস ঘোষকে মিটিংয়ে দেখেছেন। কখনও হয়তো দু'চারটে কথা হয়েছে এই পর্যন্ত। কিন্তু এর বেশি সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু এই সুযোগ না পেলেও কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনার মধ্যে যে অমূল্য বৈপ্লবিক শিক্ষাগুলি আছে, তিনি সেগুলি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে কেরালা পার্টির সঙ্কট, জুনিয়ার কিছু কর্মী, তাঁদের আশা-ভরসা দিয়ে রক্ষা করা, অন্যদিকে নিজেকে যোগ্য কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রাম। নীরবে, নিঃশব্দে এক কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে তিনি নিজেকে আমূল পরিবর্তন করে করে ক্রমাগত এগোতে থাকেন। কমরেড ভেনুগোপালের কাছে শুনেছেন, পরিবারকেও তিনি কীভাবে পাল্টেছেন। ঘরে-বাইরে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি সংগ্রাম করেছেন। কোথাও আপস করেননি। এখানেই মার্কসবাদী তত্ত্বের একটি মূল্যবান শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। মার্কসবাদী তত্ত্বে আছে, এক্সটার্নাল কন্ট্রাডিকশন ইজ দ্য কন্ডিশন অফ চেঞ্জ অ্যান্ড ইন্টার্নাল কন্ট্রাডিকশন ইজ দ্য বেসিক কজ অফ চেঞ্জ। বাইরের প্রভাব তখনই কার্যকরী হয়, যখন

মাল্যদান করছেন কমরেড মুবিনুল হায়দর চৌধুরী

তা অন্তর থেকে গ্রহণ করা হয়। অনেকে বড় নেতার সাহচর্যে থেকেও অনেক বইপত্র পড়েও নিজেকে পাল্টাতে পারে না। আবার কেউ কেউ সংস্পর্শ না পেলেও, দূরে থেকেও, বিপ্লবী শিক্ষাগুলিকে জীবন্তভাবে গ্রহণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

শরৎ সদনে স্মরণসভায় কর্মী-সমর্থকবৃন্দের উপস্থিতিতে কমসোমলের গার্ড অফ অনার

মঞ্চে উপবিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দর চৌধুরী

চুক্তিচাষে বিপন্ন আসামের জাট্রফা চাষিরা

অভাবি বিক্রির হাত থেকে চাষিকে বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা চুক্তিচাষ—এই ধারণা বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির তরফ থেকে প্রচার করা হয়ে থাকে। এ প্রচারে কেউ কেউ সাময়িকভাবে বিভ্রান্তও হন। এই বিভ্রান্তি কাটাতে আসামের হাইলাকান্দির জাট্রফা চাষিদের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি অনেকটা আলোকপাত করতে পারে।

বায়োডিজেল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ জাট্রফা। ২০০৭ সালে ডি ওয়ান উইলিয়ামসন ম্যাগর বায়োফুয়েল লিমিটেড নামে একটি বহুজাতিক সংস্থা হাইলাকান্দির চাষিদের জাট্রফা চাষের জন্য প্রলোভিত করে। সংস্থার কর্মকর্তারা চাষিদের বোঝান, জাট্রফা চাষ করলে বেশি মুনাফা মিলবে। উৎপাদিত জাট্রফা গুটি উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কোম্পানি সরাসরি কিনে নেবে। কোম্পানি এও বলে, চাষের জন্য ৫০ শতাংশ টাকা সাবসিডি দেওয়া হবে।

এই প্রচারে বিশ্বাস করে চাষিরা ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে চাষ শুরু করেন। তাঁদের জমির মূল্যবান গাছপালা এবং পানের জুম কেটে কোম্পানির দেওয়া জাট্রফা চারা রোপণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী জনপ্রতি ন্যূনতম ৭ বিঘা থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতম ২২ বিঘা জমিতে জাট্রফা চাষ শুরু হয়। কোম্পানি বলেছিল, গাছপ্রতি ৬-৭ কেজি গুটি ধরবে। কিন্তু দেখা গেল গুটি ধরেছে কম। ২০০৯-'১০ সাল নাগাদ যখন গুটি পূর্ণ আকার নেয়, তখন কোম্পানি চুক্তিমতো সেই গুটি ক্রয় না করে পালিয়ে যায়। ঋণগ্রহীতা কৃষকদের কোনও খোঁজ খবর নেয়নি। বার বার বলা সত্ত্বেও জাট্রফা বাগান পরিদর্শনে আসেনি। যে সমস্ত ব্যাঙ্ক থেকে চাষিরা ঋণ নিয়েছিলেন, সেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে তারাও সাড়া দেয়নি। ফলে দীর্ঘ ১২ বছর ধরে সেই জমি থেকে চাষিরা বাস্তবে কিছুই পাননি। তীব্র আর্থিক সঙ্কটে প্রায় অনাহারে অর্ধাহারে চাষিদের দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

কোম্পানির প্রতারণার শিকার চাষিরা। ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা তাদের নেই। অথচ ব্যাঙ্ক ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে ঋণ পরিশোধের জন্য। কৃষকরা দিশাহারা। এই অবস্থায় অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস) এবং জাট্রফা ফার্মার্স সংগ্রাম কমিটি হাইলাকান্দি জেলা উপায়ুক্তের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয়।

কৃষকদের দাবি, জাট্রফা চাষিদের সমস্ত ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করতে হবে, ১২ বছর ধরে চাষের সমস্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রতারক ডি উইলিয়াম ম্যাগর কোম্পানিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এস ইউ সি আই (সি) হাইলাকান্দি জেলা সম্পাদক তথা ফার্মার্স কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস সরকার বলেন, ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার কৃষকদের এই দাবিগুলি উপেক্ষা করছে। তিনি বলেন, সরকার বৃহৎ পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে, অথচ দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না, তাদের ঋণ মকুব করছে না। এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলবে।

যে চাষিরা নিজস্ব জমিতে চাষ করে কোনও ক্রমে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন, আজ চুক্তিচাষের ফাঁদে পড়ে তাঁরা বিপন্ন। এই ঘটনা আবারও দেখাচ্ছে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষকের মুক্তি নেই। হয় ফড়ে-পাইকার-বৃহৎ ব্যবসায়ীদের শোষণ বঞ্চনা, নয়তো চুক্তিচাষের মাধ্যমে বহুজাতিক পুঁজির শোষণ বঞ্চনা— এই জাঁতাকলেই বিপন্ন চাষির জীবন।

জেলায় জেলায় মদবিরোধী আন্দোলন

মদের ঢালাও লাইসেন্স, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, শিশু ও নারী পাচারের প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে এ আই এম এস এস-এর ডাকে মদবিরোধী মহিলা মিছিল।

দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ব্লকে বাতাসির জনগণ মদবিরোধী নাগরিক কমিটি গড়ে তুলেছেন। মদ বন্ধের দাবিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি কমিটির মিছিল

ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার কর্মচারীদের নদিয়া জেলা সম্মেলন

২৪ ফেব্রুয়ারি এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত নদিয়া জেলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার কর্মচারী ইউনিয়নের চতুর্থ সম্মেলন কৃষ্ণনগর কবি বিজয় পাল ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ১২টি ব্লকের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শতাধিক কর্মচারী এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ সভাপতি গণেশ সরকার ও সুব্রত সেন।

শুরুতে ৩৫ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী সদস্যদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মানপত্র ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। কর্মচারীর স্বীকৃতি, শূন্য পদে নিয়োগ, পরিচয়পত্র প্রদান, ন্যূনতম ১৮,০০০ টাকা মাসিক বেতন, বোনাস, অবসরের পর ৩ লক্ষ টাকা পি এফ, পেনশন, স্বাস্থ্যসাথী সহ সামাজিক সুরক্ষার দাবি উত্থাপন করা হয়। প্রতিনিধিরা দাবিগুলির সমর্থনে ও রাজ্য সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাধারমণ দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে কমরেড দীপক চৌধুরী। সম্মেলন থেকে কমরেড প্রবীর দে-কে সভাপতি ও কমরেড দিলীপ বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ১৯ জনের কমিটি গঠিত হয়।

মোটরভ্যান শ্রমিকদের শিক্ষাশিবির

২৬ ফেব্রুয়ারি শ্যামনগরের ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারে আয়োজিত হয় উত্তর ২৪ পরগণা ও

নদিয়া জেলার অগ্রণী মোটরভ্যান চালকদের শিক্ষাশিবির। পরিচালনা করেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা। সভাপতিত্ব করেন সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে' পুস্তিকার কিছু অংশ পাঠ করার পর প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চলে। ১১ জন শ্রমিক আলোচনায় অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী। স্বনিযুক্তি পেশায় থেকেও চালকরা কী রূপে শ্রেণি-শোষণের শিকার এবং এর হাত থেকে মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য শ্রমজীবীদের সাথে একাত্ম হয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তনের সংগ্রামে কেমন ভাবে নিজেদের নিয়োজিত করা দরকার, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন তিনি।

মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির দাবি

সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি অশোক দাস ১৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতেবলেন, ১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় পেশ করা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট এবং ৪ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় পেশ করা রাজ্য বাজেটে অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির কথা বলা হলেও মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি দূরের কথা, তাঁদের সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয়নি।

২৮ জানুয়ারি আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে বেতনবৃদ্ধি সহ ৭ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মিড-ডে মিল কর্মীদের যুক্ত সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮ আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে হাজার হাজার মিড-ডে-মিল কর্মীর বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে বেতন বৃদ্ধি সহ ১৩ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারই বাজেটে মিড-ডে-মিল কর্মীদের সম্পর্কে একটি কথাও ব্যয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ১০,৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু বছর শেষে ৫৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে। ফলে সংশোধিত খরচ দাঁড়িয়েছে ৯,৯৪৯ কোটি টাকা। দেশে মিড-ডে মিলের আওতাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ফলে বরাদ্দ টাকার থেকেও বেশি খরচ হওয়ার কথা। খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে দুপুরে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পুষ্টিকর গরম রান্না করা খাবার সরবরাহ করার কথা। সেখানে বরাদ্দ ছাঁটাই হলে অবশ্যই পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ ব্যাহত হবে।

আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। দাবি করছি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে মিড-ডে-মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করতে হবে, বছরে ১০ মাসের নয়, ১২ মাসের বেতন সঠিক সময়ে দিতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য এবং মিড-ডে মিল প্রকল্পকে উন্নত করার জন্য বেশি টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

কমরেড লুকোস এক মডেল কমিউনিস্ট চরিত্র

চারের পাতার পর

করে নিজেকে পাল্টাতে পারেন, নিজেকে ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন। এটা যে সম্ভব কমরেড লুকোস তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কমরেড লুকোসের নেতৃত্বে কেরালাতে পার্টি সিপিএমের মতো শক্তির সাথে প্রতি পদে পদে লড়াই করে করে, প্রতি ইঞ্চিতে লড়াই করে করে— তাদের অপপ্রচার, তাদের হামলা, তাদের কুৎসা— সবকিছুকে পরাস্ত করে আজকে তারা পার্টির কত বিস্তার ঘটিয়েছে সেটা ওদের রিপোর্টেই আছে, আমি আপনাদের পড়ে শোনাই। কেরালাতে ১৪টি জেলার মধ্যে ১১টি নির্বাচিত জেলা কমিটি, দু'টি অর্গানাইজিং কমিটি আছে। আরেকটি জেলায় কাজ শুরু হয়েছে, এখনও কমিটি হয়নি। সেখানে পার্টি মেম্বার ও অ্যাপ্লিক্যান্ট মেম্বার এক সহস্রাধিক, তাছাড়া কয়েক হাজার সমর্থক আছেন। সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন, ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস সমস্ত সংগঠন কাজ করছে। ট্রেড ইউনিয়নের অধীনে ২৬টি ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড আছে। বিজ্ঞান ও মেডিকেল সংগঠন আছে। কমরেড ভেনুগোপাল বলে গেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুসারে, যেটা এখনও পর্যন্ত কোনও রাজ্য করতে পারেনি, তারা কেরালায় স্থায়ীভাবে 'জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতি' বলে একটি গণকমিটি গড়ে তুলেছে রাজ্যব্যাপী। এটা তাঁদের কৃতিত্ব। জাস্টিস কৃষ্ণ আইয়ার ছিলেন তার চেয়ারম্যান। এই কমিটির নেতৃত্বে কেরালাতে বহু আন্দোলন হয়েছে। এই কমিটি আজও কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ আইয়ারের সাথে এত গভীর সম্পর্ক হয়েছিল যে তিনি কলকাতায় আমাদের বহু প্রোগ্রামে এসেছিলেন। কেরালার পার্টি এই কাজটা করতে পেরেছিল। কেরালাতে সেভ এডুকেশন কমিটিতে তাঁরা এক্স ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ করিমকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। ডঃ করিম পার্টির একজন সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। কেরালাতে তাঁরা বহু বুদ্ধিজীবীকে এভাবে জড়ো করেছেন। কমরেড লুকোস বুদ্ধিজীবীদের যেমন আকৃষ্ট করতে পারতেন, তেমন সাধারণ মানুষকেও পারতেন। ওদের আর একটা বড় অবদান — গরিবদের জন্য একটা মেডিকেল সেন্টার বা হাসপাতাল অত্যন্ত কম খরচে তাঁরা চালান বহুদিন থেকে। রাজ্য কমিটির একজন হোলটাইমার ডাক্তার কমরেড, হোল টাইম সেখানে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও সেখানে মদবিরোধী কমিটি, নারী নির্যাতনবিরোধী কমিটি, কৃষক স্বার্থরক্ষা কমিটি, অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম— এরকম বহু সংগঠন তাঁরা গড়ে তুলেছেন। যেমন কেরালার নার্সরা রাজ্যে চাকরি না পেয়ে দেশের অন্য রাজ্যে এমনকী বিদেশে গিয়ে কাজ করেন, নানা অসুবিধায় পড়েন, অভিভাবকরা আশঙ্কায়-উদ্বেগে থাকেন, সেইজন্য পার্টি ওখানে নার্সেস পেরেন্টস ফোরাম গড়ে তুলেছে। কেরালার পার্টি বহু ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করেছে ও করে যাচ্ছে, যার জন্য ওখানে পাবলিকের কাছে একমাত্র আমাদের দলই লড়াইয়ের পার্টি হিসাবে আস্থা অর্জন করেছে। এবার কেরালায় যে ভয়াবহ বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে, তাতেও একমাত্র দল হিসাবে আমাদের দলের কর্মী-সমর্থকেরা সর্বশক্তি দিয়ে বন্যাত্রাণে ও রিলিফের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেটা সর্বস্তরের জনগণ প্রশংসা করেছেন। এসব কর্মকাণ্ডে ও আন্দোলনে কমরেড লুকোস ছিলেন প্রেরণার উৎস। আপনারা শুনেছেন, কমসোমল সংগঠন সেখানে কীভাবে গড়ে উঠেছে। আমাদের পার্টির একটি বিশেষ সংগঠন হচ্ছে, পার্টি কমিউনের পূর্ববর্তী স্তর পার্টি সেন্টার। এটা বিশ্ব কমিউনিস্ট মুভমেন্টে আগে ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে যৌথজীবন গড়ে তোলার জন্য এ একটা বিশেষ সংগঠন। কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন লিডিং টু কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটিস টু ডেভেলপ ইট ফারদার কনস্ট্যান্ট কমন লিভিং— দ্যাট ইজ পার্টি সেন্টার। এটা খুবই কঠিন সংগ্রাম। এর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে, এর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আছে, এর মধ্যে তিক্ততা আছে। আমাদের কমরেডদের মধ্যে বুর্জোয়া কালচারের প্রভাব আছে। বুর্জোয়া কালচারের আক্রমণ আছে। পার্টি সেন্টারেও তার প্রভাব পড়ে। আবার এখানে কমরেড ঘোষ প্রদর্শিত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামও আছে। এই সেন্টারগুলি আমরা চালাই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে। কেরালাতে এরকম ২৬টি পার্টি সেন্টার আছে। এগুলির সবকটিই গাইড করেছেন কমরেড লুকোস। বক্তৃতা দেওয়া, লেখা তৈরি করা, এমনকী পাবলিক অ্যাজিটেশন গড়ে তোলা অনেক সহজ, কিন্তু এক একজন করে ব্যক্তিকে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, তাকে কেরিয়ার থেকে মুক্ত করা, পারিবারিক জীবন থেকে মুক্ত করা এবং নানা প্রতিকূল আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করা, এভাবে তাকে ডেভেলপ করানো, তাকে বিকশিত করা— এটা সহজ কথা নয়। এ ধরনের কয়েকশো কর্মী কমরেড লুকোস এইভাবে তৈরি করেছেন। কেরালাতে পার্টি হোলটাইমার হচ্ছে শতাধিক, যাঁরা ঘরবাড়ি, ব্যক্তিগত স্বার্থ সবকিছু ছেড়ে পার্টি নিবেদিত প্রাণ হয়ে পার্টির কাজ করছেন। কে এঁদের উদ্বুদ্ধ করেছেন? হু ইজ দ্যাট লিডার? লিডার ইজ কমরেড সি কে লুকোস — কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় সুশিক্ষিত নেতা।

কর্মীরা সেই নেতার আহ্বানেই সাড়া দেয়, সব কিছু ছেড়ে এগিয়ে আসে, যে নেতা মুখে যা বলে, কাজে-চলনে-বলনে-আচরণে-ব্যক্তিগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই কথা অনুযায়ী ক্রিয়া করে, অন্তত করার সংগ্রাম চালায়। কমরেড লুকোস এইস্তরের নেতা ছিলেন বলেই কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। তিনি রাজ্যের লিডার নির্বাচিত হয়েছেন ১৯৮৮ সালে। কিন্তু তার আগে থেকেই তিনিই লিডার ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যেটা বলতেন, দুই ধরনের লিডার আছেন। একটা হচ্ছে কনফারেন্সে ইলেক্টেড লিডার। আরেকটা হচ্ছে, ইলেক্টেড হোক আর না হোক, কর্মীদের শ্রদ্ধা ভালবাসা আস্থা বিশ্বাস অর্জন করে তাদের হৃদয় থেকে গ্রহণ করা নেতা। কমরেড লুকোস এই স্তর অর্জন করতে পেরেছিলেন। প্রত্যেকটি কর্মীর প্রতিটি সমস্যা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি শুনতেন, গভীর ভালবাসায় তাঁদের সাহায্য করতেন। আমি দেখেছি, শুনতেন বেশি, নিজে খুব কম কথা বলতেন। অল্প কথায় বোঝাতেন। কিন্তু যে বক্তব্য রাখতেন অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, মর্মস্পর্শী আবেদন, যেটা অপরের অন্তরকে স্পর্শ করত। ছোটবড় নির্বিশেষে প্রত্যেকে তাঁর সাথে মিশত। তাঁর চলন-বলন-আচরণ দেখে বোঝাই যেত না হি ওয়াজ এ লিডার। কমরেডদের সাথে যখন থাকতেন, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, অ্যাজ এ কলিগ থাকতেন। কমরেডদের সমালোচনা গ্রহণ করতেন, পার্টি কংগ্রেসের আগেও লাস্ট মিটিংয়েও যে সমালোচনা হয়েছে, সেই সম্পর্কে লিখেছেন যে, আমার ক্রিটিসিজম হয়েছে, আই অ্যাম হ্যাপি বাই দ্যাট। কমরেডরা মন খুলে তাঁর সাথে কথা বলতে পারতেন। তাঁকে কিছু বলতে, মতপার্থক্য ব্যক্ত করতে কমরেডদের কোনও দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকত না। সবসময় কমরেডদের এডুকেট করতেন। আবার তাঁদের কাছ থেকে শেখার মনও ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে তিনি যেসব গুণাবলি অর্জন করেছিলেন, এর থেকে দলের অন্য নেতা ও কর্মীদেরও শিক্ষা নিতে হবে। মার্কসবাদের ক্ল্যাসিকস, কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য, পার্টির প্রকাশিত বক্তব্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। এছাড়াও সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতিরও নানা বিষয় চর্চা করতেন। দেশবিদেশের সাহিত্য ও নানা পৌরাণিক কাহিনি পড়তেন এবং ছোটদের গল্প করে করে নানা বড় মানুষদের জীবন শোনাতেন, তাদের মন বিকশিত করার জন্য। এরকম কয়েকশো শিশুকে তিনি মানুষ করেছেন। তাদের কাছে মোর দ্যান ফাদার হয়ে গিয়েছেন তিনি।

কেরালার মাটিতে যেখানে সিপিএম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমিউনিজমকে কলঙ্কিত করেছে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড লুকোসের নেতৃত্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, তার মহত্ত্ব তার শ্রেষ্ঠত্ব ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে সেখানকার পার্টি। একটা যথার্থ কমিউনিস্ট চরিত্র কাকে বলে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই চরিত্রগুলো দেখে কেরালার সচেতন মানুষ ক্রমাগত আকৃষ্ট হচ্ছে আমাদের দলের প্রতি। কমরেড লুকোস কেরালার বুকে একটা মডেল কমিউনিস্ট ক্যারেক্টার হিসাবে সামনে এসেছেন। যার জন্য পার্টির বাইরেরও বহু মানুষের শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছেন। অথচ এতটুকু অহঙ্কার-আত্মম্ভরিতা-আত্মপ্রচার তাঁর মধ্যে ছিল না। আমি এই করেছি, ওই করেছি, এসব বলা তাঁর মধ্যে ছিল না। বরং ছিল আরও কত কিছু করা বাকি আছে। আমাদের সঙ্গে যখন আলোচনা করতেন, একজন ছাত্রের মতো জানবার মন নিয়ে করতেন। একদিকে অত্যন্ত মৃদুভাষী, বিনয়ী, কোমল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, আবার নীতি আদর্শের প্রশ্নে অত্যন্ত দৃঢ় এবং আপসহীন ছিলেন।

প্রথম যুগে যে নেতার সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন, খুব প্রিয় মনে করতেন, সেই নেতার যখন নৈতিক অধঃপতনের ঘটনা জানলেন, তিনি তখন অসুস্থ শয্যাশায়ী, খুবই ব্যথা পেয়েছেন, কিন্তু তীব্র ভাষায় সেই আচরণের প্রতিবাদ করেছেন। সেই নেতা বারবার তাঁর কাছে আবেদন করেছেন। কিন্তু এতটুকু বিচলিত হননি। অবিচলিতভাবে পার্টির সিদ্ধান্তের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এখানে আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, কমরেড শিবদাস ঘোষ মজফফরপুরে একটা স্কুল অফ পলিটিক্সে বলেছিলেন যে, আমি শিবদাস ঘোষ যে আদর্শ ও নীতির কথা বলছি, কোনওদিন যদি দেখেন আমি এতটুকু তার থেকে বিচ্যুত হয়েছি, আপনারা আমাকে বের করে দেবেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষা কমরেড লুকোস বুকে বহন করতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সতর্ক করে গিয়েছেন, কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করার সংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম। আমরা সবাই বুর্জোয়া সমাজ থেকে এসেছি। এই বুর্জোয়া সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের নয়। আজকের বুর্জোয়া সমাজ অতি নোংরা, কুৎসিত, বীভৎস। সেই পরিবেশের মধ্যে আমরা বাস করি। ফলে তিনি বলেছেন, প্রতি মুহূর্তে সর্বোচ্চ নেতা থেকে শুরু করে সকলকে এই ক্লেদাক্ত পরিবেশের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। সবসময় সতর্ক সজাগ থেকে লড়তে হবে। না হলে অতি ক্ষুদ্র ভাবে সঙ্গোপনেও আক্রমণ ঘটবে স্নেহ-মমতা-নাম করা-অহঙ্কারের প্রশ্নে এতটুকু দুর্বলতা থাকলে। উইপোকার মতো ভিতরটা খেয়ে দেবে। সর্বোচ্চ নেতারও রেহাই নেই। বলেছেন কোনও নেতার প্রতি অন্ধ থাকবে না। দলের স্বার্থ, বিপ্লবের স্বার্থ সর্বোচ্চ। ফলে নেতার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াবে। ইউ মাস্ট স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড ফাইট আউট বোল্ডলি। আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি কমরেড সি কে লুকোস নিজেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে হিসাবে প্রমাণ করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বতন নেতার ত্রুটির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করেননি। এটাও আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা।

কমরেডস, মার্কসবাদী হিসাবে আমরা জানি, একটা ব্যক্তিত্ব, একটা নেতৃত্ব, একটা দক্ষতা জন্মগতভাবে আসে না। সৎভাবে চেষ্টা করলেও হয় না। আবার যেকোনও ব্যক্তি সাধারণ স্তর থেকেও অনেক উন্নত স্তরে উন্নীত হতে পারে। এটা নির্ভর করে যে সময়ে আমার অবস্থান সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আদর্শ, বিপ্লবী সংস্কৃতি— তাকে বুঝে, গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে কীভাবে লড়াই করে আমি এগোচ্ছি তার ওপরে। সমস্যা আসবে, বাধা আসবে, আচমকা আক্রমণ আসবে, আপন লোক দূর হয়ে যাবে, মিত্র শত্রু হয়ে যাবে, সহযাত্রী বিরুদ্ধ পক্ষে চলে যাবে, যাকে ভালবেসে গ্রহণ করেছি তখন তার স্ট্যান্ডার্ড ছিল, একটা স্তরে এসে দেখছি সেই স্ট্যান্ডার্ড নেই, অবনমন ঘটছে। কমরেড ঘোষ বলছেন, আপস নয়, ছিটকে যাবে, নো পিসফুল কো-এগজিস্টেন্স। গুলির মুখেও যে দাঁড়াতে পারে তেমন লোকও স্নেহ-মমতা-প্রেম-ভালবাসায় দুর্বল হয়ে হোঁচট খায়। এক্ষেত্রেও কমরেড ঘোষের ওয়ার্নিং আছে।

আমাদের দলে নতুন ধরনের মানুষ সৃষ্টির একটা সংগ্রাম চলছে। যে সংগ্রামের পথ কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে গেছেন। তিনি নিজে সৃষ্টিও করেছেন। গোটা বিশ্বে আজ কমিউনিস্ট মুভমেন্টের চরম সঙ্কট। আজকের যুগে কমিউনিস্ট হওয়া খুব কঠিন। একসময় কমিউনিজমের হাওয়ায় অনেকে কমিউনিস্ট হয়েছিল, '৪০-'৪২-'৪৫-'৫০ সালে। মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, চীনের বিপ্লব, ভিয়েতনামের লড়াই, এসব একটা প্রবল জোয়ার এনেছিল, কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য মানুষের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা এসেছিল। আজ গোটা বিশ্বে প্রতিক্রিয়ার জোয়ার চলছে। কমিউনিজম সম্পর্কে মানুষের বিভ্রান্তি, হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। সেই অবস্থায় কমিউনিস্ট হওয়া, কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেকে রক্ষা করা এবং আজকের অধঃপতিত পরিবেশে এটা করা খুবই কঠিন সংগ্রাম। এই পরিস্থিতিতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে কমিউনিস্ট হিসাবে কীভাবে রক্ষা করা যায় সেই সংগ্রামে কমরেড লুকোস দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তাঁর শেষ জীবনের সংগ্রাম, অসুস্থ অবস্থার সংগ্রাম কমরেড রাধাকৃষ্ণ আপনাদের কাছে রেখেছেন। কিছু কিছু আমিও লক্ষ করেছি। ওই শরীর নিয়েও সেন্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে আসতেন। শরীরের সমস্যা বলে কোনও দিন আপত্তি করেননি। শিবপুরে যখন থাকতেন, নানা তত্ত্বগত প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করতেন। যখন আর আসতে পারছেন না, আমি দু' বার গিয়েছি কেরালাতে। একটা ক্লাসে আমি দেখেছি, তাঁকে চেয়ারে করে তুলে আনছে, তিনি শুনবেন। বেশিক্ষণ চেয়ারে বসতে পারছেন না। পাশের ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমি ভেবেছি বোধহয়

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড লুকোস শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার সৃষ্টি

ছয়ের পাতার পর

রেস্টের জন্য চলে গেছেন। পরে জানলাম পাশের ঘরে শুয়ে শুনছেন। এত জানার আগ্রহ! পরের বারেও একই জিনিস দেখলাম। শরীর খারাপ, মিটিংয়ে যেতে পারব না— এসব তাঁর ছিল না। হাঁটতে পারেন না, চলতে পারেন না, এমনকী কথাও বলতে পারেন না, কিন্তু তাঁর ব্রেন অ্যাক্টিভ, শোনার আগ্রহ প্রবল। মুখচোখে কখনও রোগের ছাপ নেই। আমি কখনও দেখিনি। হাত-পা নাড়তে পারেন না, খেতেও পারেন না, শুতে-বসতে পারেন না, কিন্তু

হল ছাপিয়ে বাইরেও ছিলেন বহু মানুষ

কমরেডদের সামনে বা আমাদের উপস্থিতিতে চেহারার মধ্যে রোগের ছাপ নেই। মুখচোখ জ্বলজ্বল করছে। শেষবার আমি যখন গেলাম দেখা করতে, অস্ফুটে, অন্যের মাধ্যমে আমাকে কয়েকটি কথা বললেন, কেরালার পার্টিকে দেখবেন, আর বললেন, আপনার শরীরের যত্ন নেবেন। তিনি বুঝেছিলেন, মৃত্যু আসন্ন। কেরালা পার্টিকে দেখা কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তব্য।

এখানেই শেষ নয়। আরেকটা রিকোয়েস্ট আমাকে করেছিলেন যে, আমাকে সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি দিন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতেও রাখবেন না। এখানে আমি দ্বিমত জানাই। আমি বলি, আপনি অবশ্যই কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকবেন। কারণ, আপনার পরামর্শ, মতামত আমাদের প্রয়োজন। তিনি সম্মত হন। ঘাটশিলায় যখন পার্টি কংগ্রেস চলছিল, আমি দেখছি ফটো উঠছে, ছবি তুলছে অনেকে, যেটা আজকাল ঘটে। তারপরে আমি, কমরেড হায়দার শেষে যখন ডায়াস থেকে নামছি, কেরালার কমরেড যিনি ফটো তুলছিলেন, তিনি বললেন কমরেড লুকোস আপনার সাথে কথা বলবেন। জানলাম, পুরো পার্টি কংগ্রেসের খুঁটিনাটি তিনি ভিডিওতে দেখেছেন। কখনও বসে, কখনও শুয়ে। গোটা পার্টি কংগ্রেসটা ফলো করেছেন। ডেলিবারেশন ফলো করেছেন। এই অসুস্থ শরীরেও কী প্রবল আগ্রহ! তারপর আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, রেড স্যালুট করলেন। আমরাও রেড স্যালুট জানালাম। তখনই বুঝলাম, এই তাঁর লাস্ট রেড স্যালুট।

কমরেডস, এই কমরেডটিকে আমি কেমন করে ভুলব? হোয়াট এ ক্যারেক্টার! দিস ইজ এ ক্রিয়েশন অফ কমরেড শিবদাস ঘোষ থট। এটা আমাদের সবার সামনেই একটা দৃষ্টান্ত। রোগ তাঁর কাছে পরাস্ত। হি ডিফিটেড হিজ ডিজিজ। হি ডিফিটেড অল পেইনস অফ ডিজিজ। হি ডিফিটেড ডেথ অলসো। হি উইল রিমেইন ইন দ্য হার্টস অফ দ্য কমরেডস অফ কেরালা। জেনারেশন আফটার জেনারেশন অ্যাজ দ্য বিল্ডার অফ দ্য কেরালা পার্টি। অ্যাজ দ্য বিল্ডার অফ দ্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ইন কেরালা, ফার্স্ট ইন সাউথ ইন্ডিয়া। হি উইল রিমেইন ইন দ্য হার্টস অফ অল ইন্ডিয়া কমরেডস অলসো। দিস ক্যারেক্টার ক্যানট বি ফরগটন। তিনি কমরেড ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম মেইনটেইন করে কীভাবে কালেকটিভ ফাংশানিং করতে হয়, সেই শিক্ষাও একদল নেতাকে দিয়ে গেছেন। আমি বিশ্বাস করি, সেই কমরেডরা ওয়ান ম্যানের মতো দাঁড়িয়ে প্রয়াত কমরেড লুকোসের আরব্ধ কাজ সফল করবেন। এটাই হবে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

কমরেডস, আমি আর একটা কথা বলব। এর আগেও আমি বিভিন্ন মিটিংয়ে বলেছি। অন্য রাজনৈতিক আলোচনায় আজ আর যাব না। পার্টির শক্তি বাড়ছে এ কথা ঠিক। যেখানেই চেষ্টা হচ্ছে, যেখানেই কমরেড ঘোষের শিক্ষা নিয়ে আমরা যাচ্ছি সেখানেই কিছু না কিছু সাড়া পাচ্ছি। আজ সমস্ত পার্টিগুলিই ডিসক্রেডিটেড, দেউলিয়া। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি অবিভক্ত সিপিআই, তারপর সিপিআই (এম) যারা একটা সময়ে আমাদের সামনে বিশাল বাধা হিসাবে কাজ করেছে, এখন তারা নিজেরাই নিজেদের ডোবাচ্ছে। সিপিএম এখন একটা সিটের জন্য বিভিন্ন বুর্জোয়া পার্টিগুলির দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। সিপিএমের অবস্থা এখন এই। আগামী দিন আমাদের পার্টির পক্ষে আরও সম্ভাবনাময় সুযোগ নিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে একটা হুঁশিয়ারি আছে। মহান লেনিন বলেছিলেন, এক্সপ্যানশন অফ মার্কসিজম ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য লোয়ারিং অফ দ্য ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগল। এটা ঘটবেই তা নয়, কিন্তু আশঙ্কা থাকে। যখন কম লোক থাকে, কঠিন সংগ্রাম থাকে, কঠিন বাধা থাকে, সেই কঠিন বাধা, অত্যন্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁরা এগোয়, তাঁরা অনেক শক্তিশালী মজবুত হয়। কিন্তু পূর্বের তুলনায় বাধা যখন কম হয়, প্রতিকূলতা কম হয়, সাফল্য অর্জন সহজতর হয়, তখন আদর্শগত ও চরিত্রগত সংগ্রামে শৈথিল্যের ঝোঁক আসে। এই ওয়ার্নিংই লেনিন দিয়েছিলেন। আমাদের কমরেডরা, লিডাররা, ইয়ঙ্গার মেম্বারস অফ দ্য সেন্ট্রাল কমিটি, স্টেট সেক্রেটারিজ, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারিজ ইউ মাস্ট কনডাক্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রাগল টু আপলিফট ইয়োর ইডিওলজিক্যাল, কালচারাল স্ট্যান্ডার্ড। জুনিয়াররাও নেতাদের প্রতি ব্লাইন্ড থাকবে না, কারেজিয়াসলি ফাইট করবে যখনই নেতা ভুল করছে বলে মনে হবে। যদি কমরেডরা ম্যারেড হয়, হাজব্যান্ড ওয়াইফ একে অপরের ত্রুটি দেখলে ফাইট করবে, সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নেও ফাইট করবে। মনে রাখবেন, এই একমাত্র আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, বিশ্বে একমাত্র আশার আলো।

সমস্ত মানবসভ্যতা আজ চরম সঙ্কটে। শুধু অর্থনৈতিক সঙ্কট নয়, মনুষ্যত্বের সঙ্কট, মানবিকতার সঙ্কট, মূল্যবোধের সঙ্কট — মানুষ বলেই কিছু থাকছে না। গোটা মানবজাতির এই অবস্থা। এর মধ্যে এই পার্টিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ঝান্ডাকে রক্ষা করতে হবে, মজবুত করতে হবে। শুধু কোয়ান্টিটি বাড়ালে চলবে না, কোয়ালিটি চাই। আর কোয়ালিটি রক্ষা করতে হলে ইডিওলজিক্যাল-কালচারাল স্ট্যান্ডার্ডকে আপলিফট করার এই স্ট্রাগলটা দরকার। ডোন্ট স্পেয়ার এনিওয়ান। নট ইভেন জেনারেল সেক্রেটারি অফ দ্য পার্টি, টু সেভ দ্য পার্টি, যে কথা কমরেড ঘোষ বলে গেছেন যে, আমাকেও স্পেয়ার করবে না। এই ক্ষেত্রে কমরেড লুকোসের শিক্ষাও স্মরণযোগ্য। এই কথা বলে আমি কমরেড ঘোষের একটা আবেদন আপনাদের পড়ে শোনাব, যেটা আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক। ১৯৭৪ সালে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর স্মরণসভায় তিনি বলেছিলেন, "... এই মূল কথাটা আপনাদের ধরতে হবে যে, ভারতবর্ষের বিপ্লব আসব আসব করছে। বুঝতে হবে, সমস্ত দিক থেকেই এই সমাজের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। শাসকগোষ্ঠী কোনও কিছু দিয়েই চেষ্টা করে এই সমাজকে আর টিকিয়ে রাখতে পারছে না। ভারতবর্ষের সমাজ মুক্তিযন্ত্রণায় ছটফট করছে। শুধু মানুষের সংগঠিত সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলনের অভাব আর যতটুকু ন্যূনতম শক্তি হলে জনতার এই বিপ্লবের আবেগ এবং বিপ্লবমুখী অবস্থাটাকে একটা সংগঠিত লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী লড়াইতে নামিয়ে দেওয়া যায়, ততটুকু শক্তিসম্পন্ন একটা সত্যিকারের বিপ্লবী দলের অভাব। ... মানুষ পরিবর্তন চাইছে। পুরনো সমাজের মিলিটারির তাগদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া শাসকগোষ্ঠীর নির্ভর করার মতো আজ আর কিছু নেই। আর, তারা নির্ভর করছে মানুষের অজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির ওপর — কিন্তু এটা খুব বড় নয়। বাস্তব অবস্থার চাপ মানুষের ওপর এত পড়ছে যে, সেই অবস্থার চাপের জন্য বিভ্রান্তির যুক্তি, ধর্মের মোহ —এইসব কোনও কিছুই মানুষকে আটকে রাখতে পারবে না। বিপ্লবের জোয়ার যদি শুরু হয়, কোনও যুক্তি দিয়েই মানুষকে আটকে রাখা যাবে না। ... কিন্তু নেই কী? নেই সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন, আদর্শ, সর্বব্যাপক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল উপযুক্ত শক্তি নিয়ে। দলটা আছে, গড়ে উঠেছে, কিন্তু জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ লড়াইগুলো যখন ফেটে পড়ে, তখন সেগুলোকে একটা নির্দিষ্ট বিপ্লবী লাইনে ঠিক রাস্তা ধরে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই শুরু করিয়ে দেওয়ার মতো শক্তি আজও এই দলটা অর্জন করেনি। সেই শক্তিটি যেমন করে হোক, জীবন দিয়ে কর্মীদের দ্রুত অর্জন করতে হবে। ... আগামী সময়টা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্টিটাকে দ্রুত অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার মতো রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে শক্তিশালী করে আপনাদের গড়ে তুলতে হবে। আগে, ভাবলেও আমরা এ কাজ পারতাম না। কিন্তু এখন আমাদের যা সংখ্যা, তাতে আমরা প্রতিটি নেতা ও কর্মী যদি ভেবে এটাকে রূপ দেবার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা একাজ করতে পারি। তার জন্য প্রত্যেকটি কর্মী তাঁদের আপন উদ্যোগ এবং বুদ্ধি অনুযায়ী — পারুন বা না পারুন, সফলতা হোক, বিফলতা হোক, — কর্মবিমুখ না হয়ে কাজ করে যেতে হবে। এই কাজের প্রক্রিয়া হবে— একদিকে আপনারা দলের রাজনীতি বুঝে নিচ্ছেন, আরেকদিকে সেই রাজনীতির ভিত্তিতে জনতাকে যে কোনও ক্ষেত্রে হোক সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন।" এই হচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের আবেদন। কমরেড সি কে লুকোসের অত্যন্ত বিরল এবং অনুসরণযোগ্য চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের এই আবেদনকে বুকে বহন করে আপনারা এই সমাবেশ থেকে যাবেন। এই বলেই আমি এখানে শেষ করছি।

কমরেড সি কে লুকোস লাল সেলাম
মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও শিক্ষক, পথপ্রদর্শক
কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাতেই মাদকাসক্তি মারণ রোগে পরিণত

শরৎচন্দ্রের পথের দাবীতে একটা বর্ণনা আছে, "অনাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয়-সাতজন পুরুষ ও আট-দশ জন স্ত্রীলোক মিলিয়া মদ খাইতেছিল। একটা ভাঙা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানা রঙের ও নানা আকারের খালি বোতল চর্তুদিকে গড়াইতেছে। ...পাশের ঘরে দুটো অনাথ ছেলে-মেয়ে মরে, একজন কেউ চেয়ে দেখে না! যা চাক্ষুষ করে অপূর্ব বলে উঠেছিল, নরক আর আছে কোথায়?" বাস্তবে এই নরকের ছবি আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মদ ও মাদকাসক্তি ছাত্র-যুব সহ সমাজের বিস্তীর্ণ অংশে মারণ রোগের মতো তার প্রভাব বিস্তার করছে।

মদ ও মাদকে আসক্তি মানুষকে যে কতটা নিচে নামাতে পারে সে কথা অজানা নয় কারোওরই। বেশিদিন আগের কথা নয়— মদ খেয়ে মাতাল বাবা তার শিশু সন্তানকে আছড়ে মেরে ফেলেছে এ খবরও তো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত। মদ ও মাদক দ্রব্য এ দেশের সমাজজীবনে, কতটা গভীরতা ও ব্যাপকতায় গেড়ে বসেছে, সাম্প্রতিক একটি সরকারি পরিসংখ্যানে তা আবার প্রমাণিত। রিপোর্ট বলছে, এ দেশে ১০ থেকে ৭৫ বছরের প্রায় ১৬ কোটি মানুষ প্রায় প্রতিদিন মদ খায়। তার মধ্যে প্রায় ৫ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ নেশার কারণে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত। পাঞ্জাব, ত্রিপুরা, ছত্তিশগড়, গোয়া, অরুণাচল প্রদেশের মতো রাজ্যে মাদকাসক্তের সংখ্যা শতাংশে বেশি (জন সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি)। আর সংখ্যার নিরিখে উত্তরপ্রদেশে ৪ কোটি ২০ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ৪০ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ১ কোটি ২০ লক্ষ। দেশের ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোক নিয়মিত চরস, গাঁজা, ভাঙ খেয়ে থাকে। আফিম জাতীয় মাদক বিশেষত হেরোইনের নেশা করে ১.১৪ শতাংশ মানুষ (সূত্র ঃ এইমস দিল্লির অধীনস্থ ন্যাশনাল ডিপেনডেন্স ট্রিটমেন্ট সেন্টার কৃত সমীক্ষা)।

কেন বাড়ছে নেশাগ্রস্তের সংখ্যা? পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক, গত বছর নতুন করে ১৮০০ মদের দোকান খোলার ফরমান জারি করেছে তৃণমূল সরকার। যার পরিণতিতে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে-গলিতে গজিয়ে উঠছে নতুন নতুন মদের দোকান। আর টার্গেট ক্রেতা কারা? স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ। এমন একটা প্রচার বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করে থাকে যে, মদ খাওয়া, ধূমপান করা সাবালকত্বের মাপকাঠি, 'স্ট্যাটাস সিম্বল'! এ হেন সাবালকত্বের জেরে শুধু জনস্বাস্থ্য (শারীরিক এবং মানসিক) নয়, আঘাত নামছে পরিবারগুলির অর্থনীতির উপরেও। মাদকাসক্তিজনিত কারণে পরিবারে পরিবারে অশান্তি তথা গার্হস্থ্য হিংসা, পরিবারের মধ্যে মারাত্মক অপরাধজনিত ঘটনা বেড়েই চলেছে। দেখা যাচ্ছে চুরি-ছিনতাই থেকে খুন-ধর্ষণের মতো নৃশংস অপরাধ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণ স্রেফ মাদকাসক্তিজেনিত নৈতিক অবনমন। কেন না মদ ও মাদক দ্রব্যের

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

আলুর ন্যায্য দামের দাবিতে অবরোধ

আলুর দাম না পেয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর কালেক্টরেটে সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে চাষিরা রাস্তায় আলু ফেলে ২২ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ দেখান

ওড়িশায় বিশাল বিক্ষোভ

কৃষকের ঋণ মকুব, শ্রমিকদের ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা বেতন, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, হয় চাকরি নয় বেকারভাতা, নারী নির্যাতন বন্ধ, মদ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি দাবিতে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯ ফেব্রুয়ারি ভুবনেশ্বরে হাজার হাজার মানুষের মিছিল

ত্রিপুরায় এ আই ডি এস ও নেতার উপর বিজেপির ছাত্র শাখার বর্বর হামলা

সিপিএমের দেখানো পথেই চলছে ত্রিপুরা বিজেপি। তাদের ছাত্র শাখা এ বি ভি পি চলছে এস এফ আইয়ের দেখানো পথেই। গণতন্ত্র হরণ এবং বিরোধী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উপর বর্বর হামলার ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা যে এক তা আবারও দেখা গেল ২৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলার রামঠাকুর কলেজে।

এদিন বেলা ১২টা নাগাদ অল ইন্ডিয়া ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য যখন কলেজের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কতিপয় এ বি ভি পি আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায় এবং আলোচনার কথা বলে তাঁকে কলেজের কাউন্সিল কক্ষে নিয়ে যায়। তারপর দরজা বন্ধ করে তাঁকে ডি এস ও ছেড়ে এ বি ভি পি-তে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য রাজি না হওয়ায় তাঁকে দলবদ্ধভাবে মারধোর করে। এ বি ভি পি-র দুষ্কৃতীরা হুমকি দেয় রামঠাকুর কলেজে ডি এস ও-র কাজকর্ম বন্ধ না করলে ও সেদিন বিকালে আমতলির মণ্ডল অফিসে গিয়ে বিজেপিতে যোগ না দিলে পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে।

এই ঘটনা কোথাও প্রকাশ করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। তা সত্ত্বেও কমরেড রামপ্রসাদকে দমাতে না পেরে পরে তাঁকে আহত অবস্থায় কলেজের বাইরে ফেলে দিয়ে যায়। আহত রামপ্রসাদ আচার্য তখন ডি এস ও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড মৃদুলকান্তি সরকারকে মোবাইলে হামলার কথা জানান। তিনি বাইকে করে আহত রামপ্রসাদকে আই জি এম হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন, শরীরের অন্যান্য অংশ ছাড়াও তাঁর বামদিকের কানে উপর্যুপরি আঘাতের ফলে পর্দার দু'জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে।

দোষীদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়ে থানায় এফ আই আর করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই দিনই সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানো হয়। সাথে সাথে সংগ্রামী ছাত্রনেতার উপর এবিভিপির হামলার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

ভারত পাকিস্তান দুই স্বাভাবিক প্রতিবেশী একযোগে লড়ুক দারিদ্র আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে

পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

সম্প্রতি পাকিস্তান এবং ভারতে উগ্র দেশপ্রেমের নামে উন্মত্ততা বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে যে অর্থহীন যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তার নিন্দা করে কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তানের (সিপিপি) পলিটবুরো ২৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছে— সীমান্তের দুই পারে ব্যাপক গোলাবর্ষণ, বিমান থেকে বোমা ফেলা— এ সব কিছুই জাতীয় সম্পদের চূড়ান্ত অপচয় মাত্র। সন্দেহ নেই, এই উত্তেজনা উগ্র ধর্মান্ধ শক্তিগুলি এবং সামরিক ক্ষেত্রের কায়েমি চক্রের পক্ষে খুবই উপযোগী। এর সাথে দুই দেশের সাধারণ মানুষের ভাল থাকার কোনও সম্পর্ক নেই।

এই দুই দেশ মিলিয়ে ৭০ কোটির বেশি মানুষ অনাহারে, চূড়ান্ত কষ্টের মধ্যে দিন কাটান। এর থেকে আরও বেশি সংখ্যার মানুষের কাজের সংস্থান নেই। কৃষক, শ্রমিক, কর্মহীন অসংখ্য মানুষ ঋণের ভারে বিপর্যস্ত। এই বর্বর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেঁচে থাকতে না পেরে তাদের কেউ আত্মহত্যা করে। কেউ বা বাঁচার চেষ্টায় নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়, কেউ বা নিজের অঙ্গ বেচে চেষ্টা করে বেঁচে থাকার।

সিপিপি মনে করে, এই পরিস্থিতিতে নিজ নিজ দেশের জনগণকে কিছুই না দিতে না পারার জন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, শাসকরা এই অনভিপ্রেত যুদ্ধ উন্মাদনার সুযোগে সামরিক খাতে নতুন করে বিপুল পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ আদায় করে নেওয়ার সুবিধা পেয়ে গেল।

সিপিপি বলেছে, দুই দেশেই ক্ষমতাসীন তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। উভয়েই তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করতে নোংরা খেলায় মেতেছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভু ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থও এর মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করছে।

ভারত এবং পাকিস্তান দুই যমজ স্বাভাবিক প্রতিবেশী এশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানে বিরাজ করছে। এই রকম মারমুখো উত্তেজক পরিস্থিতির বদলে উভয়েরই উচিত একে অপরের প্রতি সম্মান ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে সমস্ত বকেয়া বিতর্ক রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই মিটিয়ে নেওয়া। দু'দেশকে অবশ্যই একযোগে লড়তে হবে, কিন্তু তা হবে দারিদ্র, বেকারি, আশ্রয়হীনতা, ফ্যাসিবাদী চিন্তা, ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় অন্ধতা, মৌলবাদ এবং নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে।

সিপিপি দুই দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, প্রগতিশীল এবং গণতন্ত্রপ্রিয় শক্তিগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছে, ঐক্যবদ্ধভাবে নিজ নিজ দেশের শাসক এবং সামরিক কর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে, যাতে যুদ্ধ হুঙ্কারের স্থান নেয় শান্তি। তাদের আবেদন, জাতীয় সম্পদকে কামানের খাদ্যে পরিণত করা নয়— তাকে জনমুখী কর্মসূচিতে, মানুষের কর্মসংস্থানের কাজে লাগানোর জন্য জনগণের ঐক্য চাই।

রেশন কার্ডের দাবিতে গণস্বাক্ষর গড়িয়ায়

অবিলম্বে সমস্ত মানুষকে ডিজিটাল রেশন কার্ড প্রদান, যতদিন ডিজিটাল কার্ড না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পুরনো কার্ডেই রেশন সামগ্রী প্রদানের দাবিতে গত ২ মাস ধরে গণস্বাক্ষর চালাচ্ছিল এস ইউ সি আই (সি) গড়িয়া লোকাল কমিটি। গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র ২১ ফেব্রুয়ারি সোনারপুর ব্লকের ফুড ইন্সপেক্টরের কাছে প্রদান করা হয়। দাবিগুলি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন খাদ্য আধিকারিক।

মাদকাসক্তি মারণ রোগে পরিণত

সাতের পাতার পর

মতো নেশায় আসক্তি মানুষকে এমন একটা মানসিক দশায় নিয়ে যায় যা মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য মারাত্মক প্রভাব ফেলে। বোধশক্তি, বিচারবোধ, সংযম, ন্যায়-নীতিবোধ হারিয়ে নেশাগ্রস্ত মানুষ অচিরেই হয়ে পড়ে অপরাধপ্রবণ ও সমাজবিমুখ।

নিত্যদিনের জীবনযন্ত্রণা ভুলতে, বাস্তব জীবন থেকে পলায়নবাদী মানসিকতা থেকে অথবা নিছক অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা থেকে নেশার স্বাদ নিলেও পরবর্তীতে সে তার শিকার বনে যায়। যার বিষময় ফল শেষপর্যন্ত ভোগ করে যেতে হয় তাকে, তার পরিবারকে তথা গোটা সমাজকে। অথচ সরকারি কোষাগার পূরণের লক্ষ্য থেকে বিভিন্ন রাজ্যের সরকার মদ ও মাদকের প্রসার রোধে কোনও ব্যবস্থা তো নেয়ই না, বরং সুকৌশলে তাতে উৎসাহ বাড়িয়ে চলে। এ ছাড়া যে কোনও অত্যাচারী শাসক জানে জনগণের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়লে দীর্ঘায়িত হয় শাসন। তাই এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মদের প্রসার নীতির বদল হয় না।

চীনের জনগণকে আফিমে বুঁদ করে রেখে দীর্ঘদিন পদানত রাখতে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। রুখে দাঁড়িয়েছিলেন চীনের জনগণ। এ দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামেও একটি অন্যতম কর্মসূচি ছিল মাদক বর্জন। মদের দোকানে পিকেটিং। স্বাধীনতা পরবর্তীতে এ দেশে শাসক সরকারি দলগুলি নানাভাবে মদ ও মাদক প্রসারের নীতি নিয়ে চললেও, তার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে বহু মানুষ সামিল হচ্ছেন, এটাই আশার। জনমতের চাপে বিহারে নিষিদ্ধ হয়েছে মদ।

এ রাজ্যেও জেলায় জেলায় মানুষ সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমে মদের দোকান বন্ধ করতে বাধ্য করছেন প্রশাসনকে। মদের ভাঁটি ভেঙে দিচ্ছেন। এলাকায় এলাকায় গড়ে উঠছে মদ ও মাদক বিরোধী গণকমিটি। মদ নিষিদ্ধকরণের দাবিতে জেলায় জেলায় থানা ডেপুটেশন, বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। ১৫ মার্চ রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে এসইউসিআই (সি)।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com